শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রাভুপাদকৃত 'ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য',
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকৃত 'গৌড়ীয় ভাষ্য',
শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত 'সারার্থ দর্শিনী' টীকা অবলম্বনে...
এছাড়াও ভক্তিবেদান্ত বিদ্যাপীঠ সংকলিত 'ভাগবত সুবোধিনী' গ্রন্থের বিশেষ সহায়তায়...

তাৎপর্যের বিশেষ দিক – শ্রীল প্রভুপাদের তাৎপর্য থেকে
বিবৃতি – গৌড়ীয় ভাষ্য
তথ্য – গৌড়ীয় ভাষ্য
অনুতথ্য (পাদটীকা) – ব্যক্তিগত অতিরিক্ত তথ্য সংযোজন

পদ্মমুখ নিমাই দাস

p.nimai.jps@gmail.com

সূচিপত্র

১ম স্কন্ধ ১৩শ অধ্যায় – ধৃতরাষ্ট্র গৃহত্যাগ করলেন

১.১৩-ধৃতরাষ্ট্র গৃহত্যাগ করলেন

- ১-৭ - তীর্থযাত্রা থেকে বিদুরের হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন
  - ১-২ - মৈত্রেয়ের নিকট থেকে শ্রবণ করে বিদুরের প্রত্যাবর্তন
  - ৩-৭ - সকল হস্তিনাপুরবাসীরা তাঁকে স্বাগতম জানালেন
- ৮-১৩ - যুধিষ্ঠির এবং বিদুরের মধ্যে কথোপকথন
  - ৮-১১ - যুধিষ্ঠির বিদুরের কাছে তাঁর তীর্থভ্রমণ সম্বন্ধে প্রশ্ন
  - ১২-১৩ - বিদুর সবকিছু বর্ণনা করলেন শুধুমাত্র যদুবংশ বিনাশের সংবাদ ছাড়া
- ১৪-১৭ - বিদুরের হস্তিনাপুরে অবস্থানের উদ্দেশ্য
  - গৃহাসক্ত ধৃতরাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য
- ১৮-২৮ - ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের কঠোর বাক্য
  - ধৃতরাষ্ট্রকে গৃহত্যাগে উপদেশ
- ২৯-৩৭ - ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং বিদুরের গৃহত্যাগ এবং যুধিষ্ঠিরের শোক
  - ২৯-৩১ - ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং বিদুরের গৃহত্যাগ
  - ৩২-৩৭ - যুধিষ্ঠিরের শোক, সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা
- ৩৮-৫০ - নারদ মুনি কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের শোক ও মোহ ভঙ্গ
  - ৩৮-৪০ - নারদ মুনির আগমন এবং যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসা
  - ৪১-৫০ - নারদ মুনি দার্শনিকভাবে তাঁর মোহ দূর করেন
- ৫১-৬০ - ধৃতরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কার্যাবলী

অধ্যায় কথাসার – ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিদুরের উক্তি অনুসারে ধৃতরাষ্ট্রের গৃহত্যাগ ও পৌত্রাভিষেকান্তর যুধিষ্ঠিরের মহাযাত্রা বর্ণিত হয়েছে। **(গৌড়ীয় ভাষ্য)**

মহারাজ পরীক্ষতের জন্ম-বৃত্তান্ত বলার অভিপ্রায়ে যেমন অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র প্রভৃতির কথা বর্ণিত হয়েছে, সেরূপ পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেকের কথা বলার অভিপ্রায়ে বিদুরের আগমন প্রভৃতির কথা বর্ণিত হচ্ছে।

এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিদুরের উপদেশে ধৃতরাষ্ট্রের পুরী হতে গমন, রাজা যুধিষ্টিরের বিষাদ এবং দেবর্ষি নারদের উক্তিতে তাঁর শান্তি বর্ণিত হবে।

পরীক্ষিতের জন্মের কথা বলে, কলির নিগ্রহ প্রভৃতি কর্মসমূহ বলার নিমিত্ত প্রথমে তাঁর রাজ্যাভিষেক বলার অভিপ্রায়ে বিদুরের আগমন, তারপর বৈরাগ্যের উপদেশে ধৃতরাষ্ট্রের গৃহ হতে নিষ্ক্রমণ, অতঃপর অর্জুনের দ্বারকা হতে প্রত্যাবর্তন এবং তারপর পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থান নিরূপণ করছেন তিনটি অধ্যায়ে। **(সারার্থ দর্শিনী)**

১-৭ - তীর্থযাত্রা থেকে বিদুরের হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন

🕮 ১.১৩.১ – মৈত্রেয়ের কাছ থেকে ইষ্টবিষয়ক জ্ঞান লাভ করে বিদুরের হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন –

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন, তীর্থ পর্যটন কালে মহর্ষি মৈত্রেয়ের কাছে জীবের পরম গতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে বিদুর হস্তিনাপুর নগরে ফিরে গেলেন। তিনি ইষ্টবিষয়ক সমস্ত জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

❁ **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "বিদুরের গৃহে প্রত্যাবর্তন"**

🕮 ১.১৩.২ – বিদুরের প্রশ্ন বিরতি –

মৈত্রেয় মুনির কাছে নানা রকম প্রশ্ন করে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি লাভ করার পর আরও প্রশ্ন করা থেকে বিদুর বিরত হলেন।

❁ **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "পরম তত্ত্ব জ্ঞান"**

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- বিদুরের মতোই ______________ জিজ্ঞাসু বদ্ধ জীবাত্মার অবশ্যই কর্তব্য।
    - ★ মৈত্রেয় ঋষির অনুরূপ আদর্শ সদ্‌গুরুর শরণাগত হওয়া এবং
    - ★ বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্নের মাধ্যমে কর্ম (ফলশ্রুতী সকাম কর্ম),
    - ★ জ্ঞান (পরম সত্য উপলব্ধির উদ্দেশ্যে তত্ত্বগত গবেষণা) এবং
    - ★ যোগ (পারমার্থিক উপলব্ধির পথে সংযোগ সাধনের প্রক্রিয়া) সম্বন্ধে অবগত হওয়ার চেষ্টা করা,
- গুরু-শিষ্যের যোগ্যতা – গুরুদেবের কাছে প্রশ্নাদি উত্থাপন করতে ঐকান্তিকভাবে যারা আগ্রহী নয়, তাদের লোক দেখানো গুরু গ্রহণের কোন প্রয়োজন নেই। তেমনই, কোনও গুরু যদি তার শিষ্যকে শেষ অবধি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা-চর্চায় নিযুক্ত করতে না পারে, তাকেও গুরুর ভূমিকা পালন করতে দেওয়ার কোনও সার্থকতা নেই।

🕮 ১.১৩.৩-৪ – তাঁকে স্বাগত জানাতে মহানন্দে সকলের আগমন –

যখন বিদুরকে প্রাসাদে ফিরে আসতে দেখলেন, তখন সমস্ত গৃহবাসী-মহারাজ যুধিষ্ঠির, তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতারা, ধৃতরাষ্ট্র, সাত্যকি, সঞ্জয়, কৃপাচার্য, কুন্তী, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা, কৃপী, কৌরবদের আরও অনেক পত্নীগণ এবং সন্তানাদিসহ অন্যান্য মহিলারা সবাই মহানন্দে দ্রুত সেখানে এলেন। মনে হচ্ছিল যেন দীর্ঘকাল পর তাঁরা আবার তাদের চেতনা ফিরে পেলেন।

🕮 ১.১৩.৫ – পরস্পর প্রণতি বিনিময়, আলিঙ্গন, অভ্যর্থনা জ্ঞাপন –

যেন তাঁদের দেহে পুনরায় প্রাণ ফিরে এসেছে, এইভাবে পরম আকুলতার সঙ্গে তাঁরা সকলে মহানন্দে তাঁর কাছে ছুটে গিয়েছিলেন। তাঁরা পরস্পর বিধিবৎ প্রণতি বিনিময় করেছিলেন এবং পরস্পরকে আলিঙ্গন করে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেছিলেন।

🕮 ১.১৩.৬ – সকলের স্নেহ বশে ক্রন্দন ও যুধিষ্ঠিরের আসন প্রদানান্তে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন –

উৎকণ্ঠা এবং দীর্ঘ বিচ্ছেদের ফলে, তাঁরা সকলে স্নেহের বশে কাঁদতে লাগলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির তখন উপবেশনের আসন প্রদানের আয়োজন করলেন এবং অভ্যর্থনা জানালেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- শত্রুকে অভ্যর্থনা – এমন কি শত্রুকেও অভ্যর্থনা জানাবার এটাই হল যথার্থ রীতি। ভারতীয় নীতিগত প্রথায় শত্রুও যদি গৃহে আসে, তাকে এমনভাবে অভ্যর্থনা করা উচিত যে, তার মনে যেন কোন রকম উৎকণ্ঠা বা ভয় না থাকে। শত্রু সর্বদাই তার শত্রুর ভয়ে ভীত হয়ে থাকে, কিন্তু শত্রুকে যদি শত্রু তার গৃহে অভ্যর্থনা জানায়, তা হলে তখন আর সেই ভাব তার থাকে না।

🕮 ১.১৩.৭ – ভোজনান্তে বিশ্রাম এবং অতঃপর বিনীত যুধিষ্ঠিরের সাথে সংলাপ –

বিপুলভাবে ভোজনান্তে বিশ্রাম করে বিদুর আরামদায়ক একটি আসনে উপবেশন করলেন। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বভাবসিদ্ধ বিনয় ও নম্রতা সহকারে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন এবং উপস্থিত সকলে শুনতে লাগলেন।

৮-১৩ - যুধিষ্ঠির এবং বিদুরের মধ্যে কথোপকথন

🕮 ১.১৩.৮ – পাণ্ডবদের দুর্যোগে বিদুরের রক্ষার কথা স্মরণ –

মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেনঃ হে পিতৃব্য, আপনার কি মনে আছে, কিভাবে আপনি আমাদের জননী সহ সকলকে সর্বপ্রকার দুর্যোগ থেকে নিরন্তর রক্ষা করেছিলেন? পাখির ডানার মতো আপনার পক্ষপাতরূপ ছায়া বিষ প্রয়োগ এবং অগ্নিসংযোগ থেকে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছিল।

🕮 ১.১৩.৯ – দেহযাত্রার বৃত্তি ও সেবিত তীর্থসমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা –

আপনি ভূমণ্ডল পরিভ্রমণকালে কোন্ বৃত্তির দ্বারা দেহযাত্রা নির্বাহ করতেন ? কোন্ কোন্ প্রধান পবিত্রধাম এবং তীর্থের সেবা আপনি করেছেন ?

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- বাস্তব সত্য নিয়ে পরিহাস অনুচিত – পূর্বে বলা হয়েছে দুর্যোধন তাঁকে শূদ্রাণীর পুত্র বলায় তিনি যথার্থই অপমানিত হয়েছিলেন, অবশ্য নিজের মাতামহী সম্পর্কে লঘুভাবে মন্তব্য করা আচারবিরোধী নয়। বিদুরের মাতা শূদ্রাণী হলেও দুর্যোধনের মাতামহী ছিলেন, এবং পৌত্র ও মাতামহীর মধ্যে কখনো কখনো পরিহাসাত্মক বাক্যালাপ স্বীকৃত হয়েই থাকে। কিন্তু যেহেতু ঐ মন্তব্যটি ছিল বাস্তব সত্য, তাই সেই কথাটি বিদুরের কাছে শ্রুতিকটু মনে হয়েছিল, এবং সেটিকে প্রত্যক্ষ অপমান বলেই গ্রহণ করা হয়েছিল।

🕮 ১.১৩.১০ – ভগবদ্ভক্তরাই স্বয়ং পবিত্র তীর্থস্বরূপ –

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং বিভো।
তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥

হে প্রভু, আপনার মতো মহান্ ভগবদ্ভক্তরাই স্বয়ং পবিত্র তীর্থধাম স্বরূপ। কারণ আপনাদের হৃদয়ে অবস্থিত গদাধারী পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পবিত্রতা বহন করে সমস্ত স্থানকেই তীর্থে পরিণত করে থাকেন।

✿ শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – **শুদ্ধ ভক্তের পবিত্রতা**

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবানের সর্বব্যাপকতা – পুরুষোত্তম ভগবান তাঁর বহুবিধ শক্তির প্রভাবে সর্বত্রই বিরাজমান, ঠিক যেমন বিদ্যুৎ-শক্তি মহাশূন্যে সর্বব্যপ্ত। তেমনই, পরমেশ্বরের সর্বব্যাপকতা উপলব্ধি করা যায় এবং প্রকটিত হয়ে থাকে বিদুরের মতো তাঁর অমলিন শুদ্ধভক্তমণ্ডলীর সাহায্যেই।
  - ★ দৃষ্টান্ত – ঠিক যেমন বিজলীবাতির মধ্যেই বিদ্যুৎশক্তি প্রকটিত হয়।
- বিদুরের মতো শুদ্ধভক্ত সর্বদাই পরমেশ্বরের উপস্থিতি সর্বত্র অনুভব করে থাকেন। তিনি পরমেশ্বরের শক্তির মধ্যে সব কিছুই দেখতে পান এবং সব কিছুর মাঝেও পরমেশ্বরকেই দেখেন।[1]
- তীর্থস্থানের উদ্দেশ্য – পরমেশ্বরের অকৃত্রিম শুদ্ধভক্তমণ্ডলীর উপস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত এক পরিবেশে মানুষের কলুষিত চেতনাকে নির্মল করে তোলার উদ্দেশ্যেই সারা পৃথিবীর পবিত্র তীর্থস্থানগুলি রয়েছে।
- তীর্থযাত্রার পন্থা – যদি কেউ পবিত্র তীর্থধামে যান, তিনি অবশ্যই সেই পবিত্রধামে বসবাসকারী শুদ্ধভক্তমণ্ডলীর অন্বেষণ করবেন, তাঁদের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করবেন, সেই উপদেশগুলি ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করবেন, এবং সেই ভাবে ক্রমশই চরম মোক্ষলাভের জন্য, ভগবদ্ধামে ফিরে যাবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকবেন।
- কোনও পবিত্র তীর্থস্থানে যাওয়ার উদ্দেশ্য কেবল গঙ্গা অথবা যমুনায় স্নান করা বা ঐ সব জায়গায় অবস্থিত মন্দিরাদি দর্শন করা নয়। সেখানে বিদুরের প্রতিভূদেরও অন্বেষণ করতে হয়, যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের সেবা ছাড়া আর কোন কিছুই বাসনা করেন না। এই ধরনের শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে ভগবান সর্বদাই অবস্থান করেন, কারণ তাঁদের অকৃত্রিম সেবার মধ্যে ফলাশ্রয়ী সকাম কাজকর্ম বা আকাশকুসুম জল্পনা-কল্পনা লেশমাত্র থাকে না।[2]
- সুতরাং পরমেশ্বরের শুদ্ধভক্তমণ্ডলী তাঁদের কার্যকলাপের দ্বারা যে কোন স্থানকে তীর্থস্থানে পরিণত করতে পারেন, এবং তাঁদেরই জন্য পবিত্রধামগুলি তীর্থনামে যোগ্যতা অর্জন করে থাকে। এই ধরনের শুদ্ধ ভক্তমণ্ডলী যে কোনও স্থানের কলুষময় পরিবেশ পরিশুদ্ধ করে তুলতে সক্ষম, এবং পবিত্র ধামের সুনাম নষ্ট করে যারা পেশাদারী জীবন-যাপন করতে চেষ্টা করে থাকে, সেই সমস্ত স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট লোকদের সন্দেহজনক কার্যকলাপের দ্বারা কোনও পবিত্র ধাম অপবিত্র হয়ে গেলেও এই শুদ্ধভক্তগণই যে আবার তা পবিত্র করেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই।

🕮 ১.১৩.১১ – দ্বারকাবাসীদের কুশল জিজ্ঞাসা –

হে পিতৃব্য, আপনি নিশ্চয়ই দ্বারকায় গিয়েছিলেন। সেই পবিত্রধামে আমাদের বন্ধুবান্ধব এবং সুহৃদবর্গ যাদবেরা রয়েছেন, যাঁরা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সেবায় সদামগ্ন থাকেন। আপনি নিশ্চয়ই তাঁদের দেখেছেন বা তাঁদের কথা শুনে থাকবেন। তাঁরা সকলে তাঁদের স্ব স্ব গৃহে সুখে আছেন তো ?

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- বিশেষ শব্দ 'কৃষ্ণদেবতা', অর্থাৎ, যাঁরা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সেবায় সদামগ্ন রয়েছেন।
- গৃহে থাক বনে থাক সদা হরি বলে ডাক – বিদুর গৃহত্যাগ করেছিলেন পরমেশ্বরের সেবায় সর্বতোভাবে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য, কিন্তু পাণ্ডবেরা এবং যাদবেরা সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। তাই তাদের শুদ্ধ ভক্তি বৈশিষ্ট্যে কোন পার্থক্য ছিল না। গৃহেই থাকুন অথবা গৃহত্যাগ করুণ, শুদ্ধ ভক্তের প্রকৃত গুণ হচ্ছে যে, তিনি সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের অনুকূল চিন্তায় মগ্ন থাকেন, অর্থাৎ, তিনি সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান বলে যথার্থভাবে অবগত থাকেন।

🕮 ১.১৩.১২ – বিদুরের উত্তর –

---

[1] স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্তি।
সর্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব-স্ফূর্তি ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ৮.২৭৪)
সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্-ভাবম্ আত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্য্ আত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ (চৈঃচঃ মধ্য ৮.২৭৪, ভাঃ ১১.২.৪৫)

[2] যস্যাত্ম-বুদ্ধিঃ কুণপে ত্রি-ধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থ-বুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্
জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গো-খরঃ ।। (ভাঃ ১০.৮৪.১৩)

এইভাবে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলে, মহাত্মা বিদুর যদুবংশ ধ্বংসের সমাচার ব্যতীত, ব্যক্তিগতভাবে যেসব অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছিলেন, তা ক্রমশ বর্ণনা করলেন।

১.১৩.১৩ – যদুবংশ ধ্বংসের সমাচার গোপনের কারন

করুণাময় মহাত্মা বিদুর কোন সময়ই পাণ্ডবদের দুর্দশা দেখতে পারতেন না। তাই তিনি অপ্রিয় আর অসহনীয় এই ঘটনার কথা প্রকাশ করলেন না। কারণ দুর্যোগাদি আপনা হতেই আসে।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- **অপ্রিয় সত্য** – নীতি শাস্ত্র অনুসারে, অন্যের দুঃখ হতে পারে এমন অপ্রিয় সত্য বলা উচিত নয়। প্রকৃতির নিয়মে আপনা থেকেই দুঃখ-দুর্দশা আমাদের ওপরে নেমে আসে, সুতরাং তা নিয়ে প্রচার করে তার তীব্রতা বৃদ্ধি করা কারও উচিত নয়।

১৪-১৭ - বিদুরের হস্তিনাপুরে অবস্থানের উদ্দেশ্য

১.১৩.১৪ – জ্যেষ্ঠ্য ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র ও অন্যসকলের মঙ্গল সাধনার্থে বিদুরের তথায় অবস্থান –

এই মহাত্মা বিদুর তাঁর জ্ঞাতি-সম্প্রদায়ের সকলের কাছে ঠিক দেবতুল্য মানুষের মতোই সমাদৃত হয়ে কিছুদিন সেখানে রইলেন যাতে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের মনোবৃত্তির মঙ্গলসাধন করতে পারেন এবং তার দ্বারা অন্য সকলেরও প্রীতিবিধান করা যায়।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- **তাঁর প্রাসাদে অবস্থান করার প্রকৃত উদ্দেশ্য** – মহাত্মা বিদুর ইতিপূর্বেই সংসার ত্যাগের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, এবং তাই তিনি খানিক জড়সুখ ভোগ করার জন্য তাঁর পৈতৃক প্রাসাদভবনে প্রত্যাবর্তন করেননি। কৃপাপরবশ হয়েই তিনি যুধিষ্ঠির মহারাজের অভ্যর্থনা গ্রহণ করেছিলেন। আসলে তাঁর প্রাসাদে অবস্থান করার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল তাঁর অত্যন্ত বিষয়াসক্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে উদ্ধার করা।
- **একাগ্রচিত্তে শ্রবণ** – যাঁরা তত্ত্ব-দ্রষ্টা, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে অধঃপতিত মানুষদের উদ্ধার করা, এবং সেই উদ্দেশ্যেই বিদুর এসেছিলেন। তবে পারমার্থিক তত্ত্ব-জ্ঞানের আলোচনা এতই মনোরম যে, বিদুর যখন ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন পরিবারের অন্য সকলেও ধৈর্য সহকারে তাঁর কথা শুনেছিলেন। এটিই পারমার্থিক উপলব্ধির পন্থা। একাগ্রচিত্তে সেই বাণী শ্রবণ করতে হয়, এবং তত্ত্বদ্রষ্টা মহাপুরুষ যখন সেই কথা বলেন, তখন তা বদ্ধ জীবের সুপ্ত হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞানের সঞ্চার করে। নিরন্তর শ্রবণ করার ফলে, মানুষ আত্ম-উপলব্ধির শুদ্ধ স্তরে উপনীত হতে পারে।

১.১৩.১৫ – বিদুরের পূর্ব ইতিহাস –

মণ্ডূক মুনির দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে বিদুর যতদিন শূদ্রত্ব ধারণ করে ছিলেন, সেই শতবর্ষব্যাপী অর্যমা পাপীদের পাপকর্ম অনুসারে যথাযথ দণ্ড বিধানের জন্য যমরাজের পদাভিষিক্ত হয়েছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "বিদুরের ইতিকথা"

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- **বিদুরের প্রকৃত পরিচয়** – এক শূদ্রাণীর গর্ভে জন্ম হওয়ার ফলে, বিদুর তাঁর ভাই ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডুর সাথে রাজবংশানুক্রমের অংশীদার হওয়া থেকেও প্রত্যাখ্যাত হন। তা হলে তিনি ধৃতরাষ্ট্র এবং মহারাজা যুধিষ্ঠিরের মতো অমন জ্ঞানবান নৃপতি এবং ক্ষত্রিয়দের তত্ত্বকথা উপদেশ দেবার পদ অধিকার করলেন কিভাবে?
- **প্রথম উত্তর** হচ্ছে যে, জন্মগতভাবে তিনি একজন শুদ্র, তা স্বীকার করলেও, যেহেতু তিনি মৈত্রেয় ঋষির প্রামাণ্য-সূত্রে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করবার উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগ করেছিলেন এবং তাঁর কাছে অপ্রাকৃত জ্ঞানসম্পদে আদ্যোপান্তভাবে শিক্ষিত হয়েছিলেন, তাই তিনি আচার্য অর্থাৎ পারমার্থিক শিক্ষা গুরুর পদমর্যাদা অধিকারের সম্পূর্ণ যোগ্য হয়ে ওঠেন।
- শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারেঃ-

  "কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।"
  যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥'

  'ব্রাহ্মণ, কিংবা শূদ্র, গৃহস্থ কিংবা সন্ন্যাসী, যিনিই হন, তিনি যদি পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ ভগবৎ-বিজ্ঞানে পারদর্শী হন, তিনি আচার্য বা গুরু হওয়ার যোগ্য।'
- এমন কি সাধারণ নীতি শাস্ত্রাদিতেও (যা মহান্ রাজনীতিবিদ্ এবং নীতিশাস্ত্রবিদ্ চাণক্য পণ্ডিত সমর্থন করে গেছেন) বলা হয়েছে যে, কেউ শূদ্রেরও অধম জাতিকুলে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করলে কোন ক্ষতি হয় না।
- **দ্বিতীয় উত্তর** এই যে, বিদুর প্রকৃতপক্ষে শূদ্র ছিলেন না। মণ্ডূক মুনির অভিশাপে তাঁকে একশত বছর তথাকথিত শূদ্রত্ব ধারণ করতে হয়েছিল। তিনি ছিলেন দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম যমরাজের অবতার। যমরাজের কর্তব্য হলঃ নারদ, ব্রহ্মা আদি অন্যান্য মহাজনদের মতো ভগবদ্ভক্তির বাণী পৃথিবীর মানুষদের মধ্যে প্রচার করা।
- **যমরাজের ভগবৎ-মহিমা প্রচারের ইচ্ছা** – সদাচারী মানুষদের চেয়ে দুষ্কৃতকারীদের সংখ্যাই বেশি। তাই পরমেশ্বর ভগবানেরই কর্তৃত্বাধীনে নিযুক্ত প্রতিনিধিরূপে অন্যান্য সমস্ত দেবতাদের চেয়ে অধিক কাজ করতে হয়। কিন্তু তিনি পরমেশ্বরের মহিমা প্রচার করতে চেয়েছিলেন, এবং তাই পরমেশ্বরের ইচ্ছায় তিনি মণ্ডূক মুনির দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে পৃথিবীতে বিদুর রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং মহান ভক্তের মতো কঠিন কাজ করেছিলেন।

- ভগবান ও ভক্তদের চিন্ময় মর্যাদা – বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করার জন্য পরমেশ্বর এবং তাঁর বিভিন্ন প্রামাণ্য ভক্তদের কখনও কখনও বহু নিম্নস্তরের প্রাণীদের ভূমিকা অবলম্বন করতে হয়, কিন্তু পরমেশ্বর এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তেরা সর্বদাই চিন্ময় মর্যাদার স্তরে অধিষ্ঠিত থাকেন।
- সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, বিদুর কখনই শূদ্র ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন বিশুদ্ধতম শ্রেণীর ব্রাহ্মণের চেয়েও মহত্তর।

১.১৩.১৬– ভ্রাতাদের সহযোগিতায় যুধিষ্ঠিরের শান্তি রাজত্ব ও ঐশ্বর্য ভোগ –

মহারাজা যুধিষ্ঠির তাঁর রাজ্য জয় করে এবং তাঁর বংশের মহান্ ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখবার উপযুক্ত এক পৌত্রের জন্মের দর্শন লাভ করার পরে, শান্তিতে রাজত্ব করেছিলেন এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতারা, যাঁরা ছিলেন জনসাধারণের কাছে সকলেই দক্ষ প্রশাসক, তাঁদের সহযোগিতা নিয়ে তিনি অসামান্য ঐশ্বর্য ভোগ করেছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "সুখী মহারাজ যুধিষ্ঠির"

১.১৩.১৭ – গৃহাসক্ত ব্যক্তিদের উপর কালের প্রভাব –

এবং গৃহেষু সক্তানাং প্রমত্তানাং তদীহয়া।
অত্যক্রামদবিজ্ঞাতঃ কালঃ পরমদুস্তরঃ ॥

যাঁরা গৃহ-পরিবার বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত এবং সর্বদাই সেই চিন্তায় মগ্ন থাকে, পরম দুস্তর অনন্ত কাল অজ্ঞাতসারে তাদের অতিক্রম করে যায়।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "জ্ঞানান্ধ বদ্ধ জীব"

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- বিকারগ্রস্ত গৃহস্থের চিন্তাভাবনা – 'আমি এখন সুখী; আমার সব কিছুই ঠিকভাবে চলছে; ব্যাঙ্কে আমার যথেষ্ট টাকা; আমার সন্তান-সন্ততিদের আমি এখন অনেক সম্পত্তি দিতে পারি; আমি এখন সফল হয়েছি; গরিব ভিখারি সন্ন্যাসীরা ভগবানের ওপর ভরসা করে, কিন্তু তারা আমার কাছে ভিক্ষা করতে আসে; অতএব আমি পরমেশ্বর ভগবানের চেয়েও বড়'। বহমান অনন্ত কালের প্রতি অন্ধ হয়ে থাকে যে বিকারগ্রস্ত আসক্ত গৃহস্থ, তাকে যে সব চিন্তাভাবনা আবিষ্ট করে রাখে, এগুলি তারই মধ্যে কয়েকটি।
- সুতরাং নিত্য, শাশ্বত জীবের পক্ষে জড় জগতের যে কোন সুখ-স্বচ্ছন্দ্য যা নিত্য জীবনের নিশ্চয়তা দেয় না, তা সম্পূর্ণ মায়াময়।
- পরমানন্দ বুভুক্ষু – প্রকৃত পরমার্থবাদীরা এই পরমানন্দ আস্বাদনের জন্য বুভুক্ষু হয়ে থাকেন এবং বুভুক্ষু মানুষ খাদ্য ছাড়া জীবনের আর কোন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মাধ্যমে তৃপ্ত হতে পারে না, তেমনিই যিনি নিত্য শাশ্বত আনন্দের জন্য বুভুক্ষ হয়ে আছেন, তিনি কখনই কোন প্রকার জড় সুখের মাধ্যমে তৃপ্ত হতে পারেন না।
- উপদেশ পাত্র – এই শ্লোকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তা মহারাজ যুধিষ্ঠির অথবা তাঁর ভ্রাতা বা মাতার প্রতি প্রযোজ্য নয়। ধৃতরাষ্ট্রের মতো ব্যক্তির পক্ষেই এগুলি প্রযোজ্য, কারণ তাঁকে উপদেশ দানের জন্যই বিদুর বিশেষভাবে এসেছিলেন।

১৮-২৮ - ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের কঠোর বাক্য

১.১৩.১৮ – ধৃতরাষ্ট্রেকে গৃহত্যাগের জন্য বিদুরের পরামর্শ –

মহাত্মা বিদুর এই সমস্ত বিষয়ে অবগত ছিলেন, এবং তাই তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, হে রাজন্, শীঘ্র আপনি এখান থেকে বেরিয়ে পড়ুন। আর বিলম্ব করবেন না। দেখুন, মহাভয় কিভাবে আপনাকে আচ্ছন্ন করছে।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের উপদেশ"

১.১৩.১৯ – মহাকাল ভগবানেরই রূপ, কেউই তাঁর প্রতিকার করতে পারে না –

এই জড় জগতের কোনও মানুষের দ্বারা এই ভয়াবহ পরিস্থিতির প্রতিকার হতে পারে না। হে প্রভু, পরম পুরুষোত্তম ভগবানই মহাকালরূপে আমাদের সকলের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "কালের প্রভাব"

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- বার্ধক্য কি ? – নির্মম কালের হুকুমনামায় মৃত্যুর আগমন হলে তারই বিজ্ঞপ্তি হল বার্ধক্য, এবং মহাকালের হুকুমনামা কিংবা চরম বিচার গ্রহণ না করে প্রত্যাখ্যান করতে কেউই পারে না।
- ভগবানই হলেন মৃত্যুর অভিন্ন রূপ এই কথা পরমেশ্বর স্বয়ং ভগবদ্গীতায় (১০/৩৪) ব্যক্ত করেছেন।

১.১৩.২০ – মহাকালের প্রভাব- প্রাণসহ সমস্তকিছু সমর্পণ করতে হয় –

যে-ই মহাকালের দ্বারা প্রভাবগ্রস্ত হয়, তাকে অবশ্যই তার সর্বাপেক্ষা প্রিয় প্রাণই সমর্পণ করতে হয়, এবং ধন-সম্পদ, মান মর্যাদা, সন্তান-সন্ততি, জমি বাড়ি এই সবের মতো অন্যান্য জিনিসের কথা আর বলার কী আছে!

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- এক বিরাট ভারতীয় বৈজ্ঞানিক, যিনি পরিকল্পনা রচনার ব্যাপারে ব্যস্ত থাকতেন, তিনি পরিকল্পনা কমিশনেরই এক দরকারি সভায় যোগদান করতে যাওয়ার সময়, অকস্মাৎ অপ্রতিহত অনন্ত মহাকালের আহ্বানে তাঁকে জীবন, স্ত্রী, পুত্র, ধন-সম্পদ, জমি বাড়ি ইত্যাদি সব কিছু সমর্পণ করে চলে যেতে হয়।

- সুতরাং সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, কালের প্রভাব অতিক্রম করতে পারে, এমন কোনও শক্তিমান জীবসত্তা ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে নেই। বহু কবি কালের প্রভাব নিয়ে আক্ষেপ করে কবিতা লিখেছেন।

১.১৩.২১ – ধৃতরাষ্ট্রের অসহায় পরিস্থিতি-

আপনার পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু, পুত্রবর্গ সকলেই মৃত এবং প্রয়াত। আপনি নিজেও আপনার জীবনের বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত করেছেন, আপনার দেহ এখন জরাগ্রস্ত, এবং আপনি অন্যের গৃহে বাস করছেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- পরমেশ্বর ভগবান রক্ষা না করলে কোনও বন্ধু, কোনও সন্তান-সন্ততি, কোনও পিতা, কোনও ভাই, কোনও রাষ্ট্র এবং অন্য কেউই মানুষকে রক্ষা করতে পারে না।[3]

১.১৩.২২ – বার্ধক্যের সতর্কবাণী –

আপনি জন্মকাল থেকেই অন্ধ, এবং সম্প্রতি আপনার শ্রবণশক্তিও হ্রাস পেয়েছে। আপনার স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে, এবং বুদ্ধিভ্রংশ হচ্ছে। আপনার দন্তরাজি জীর্ণ হয়েছে, আপনার যকৃতের ত্রুটি ঘটেছে এবং আপনার কাশির সঙ্গে সশব্দে কফ নির্গত হচ্ছে।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – “বার্ধক্যের সতর্কবাণী”

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ক্ষণস্থায়ী দেহ নিয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রচেষ্টা – কিন্তু মূর্খ মানুষেরা এই নশ্বর দেহটিকে নিয়ে স্থায়ী বন্দোবস্ত করতে চায়, এবং মনে করে যে, তাদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, সমাজ, দেশ ইত্যাদি তাদের রক্ষা করবে। এই ধরনের বুদ্ধিভ্রষ্ট ধারণা নিয়ে, তারা সমস্ত অনিত্য আয়োজনে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে, তারা সম্পূর্ণভাবে ভুলে যায়, একদিন তাদের এই নশ্বর দেহটিকে ত্যাগ করে আর একটি নতুন দেহ ধারণ করতে হবে, এবং তখন এই দেহটিকে নিয়ে আর একটি সমাজ, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের আয়োজন করতে হবে, এবং অবশেষে আবার বিনষ্ট হয়ে যেতে হবে।

১.১৩.২৩ – ভীমের দয়ায় পোষা কুকুরের মত জীবন –

আহা, কোনও জীবের বেঁচে থাকার আশা কী বলবতী ! যথার্থই, আপনি ঠিক একটা পোষা কুকুরের মতোই বেঁচে রয়েছেন আর ভীমের দেওয়া উচ্ছিষ্ট অন্ন গ্রহণ করছেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- সাধুর কাজ – রাজাদের কিংবা বিত্তশালী লোকদের অনুগ্রহে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে কোনও সাধু ব্যক্তির পক্ষে কখনই তাদের তোষামোদ করা উচিত নয়। গৃহস্থদের কাছে জীবনের নগ্ন সত্য ব্যক্ত করাই কোন সাধুর কাজ, যাতে তারা জড় অস্তিত্বের মাঝে শোচনীয় জীবনধারা সম্পর্কে কাণ্ড জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

- মানব দেহ, এক বিশেষ সুযোগ – নির্বোধ মূর্খ মানুষ যানে না যে, একটা কারাদণ্ডের বিশেষ মেয়াদ কাটানোর জন্যই তাকে শারীরিক অস্তিত্বের একটা বিশেষ মেয়াদ বরাদ্দ করা হয়েছে, এবং মানব-শরীরটা বরাদ্দ করা হয়েছে বহু বহু জন্ম-মৃত্যুর পরে, একটা সুযোগের মতো, যাতে আত্ম-উপলব্ধির মাধ্যমে আপন আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারা যায়।

১.১৩.২৪ – ধৃতরাষ্ট্রের পূর্ব কৃত-কুকর্ম –

যাদের আপনি অগ্নিতে নিক্ষেপ করে এবং বিষ প্রয়োগে হত্যা করতে চেষ্টা করেছিলেন, তাদের দাক্ষিণ্যে নির্ভর করে অধঃপতিত জীবন যাপন করবার কোনও প্রয়োজন নেই। আপনি তাদের স্ত্রীদেরও একজনকে অপমানিতা করেছিলেন এবং তাদের রাজ্য ও ধন-সম্পদ অপহরণ করে নিয়েছিলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- কারও পক্ষে মানব জীবনের শেষ পর্যন্ত পারিবারিক গার্হস্থ্য জীবন ধারায় লিপ্ত হয়ে থাকা অধঃপতনের জঘন্যতম দৃষ্টান্ত এবং এই মুহূর্তেও ঐ ধরনের ধৃতরাষ্ট্রদের শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে বিদুরদের একান্ত প্রয়োজন রয়েছে।

১.১৩.২৫ – পুরানো পোশাকের ন্যায় কার্পণ্য দুষ্ঠ এই দেহের জরা ও ক্ষয় নিশ্চিত-

মৃত্যুবরণে আপনার অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবং মান-মর্যাদা নষ্ট করে বেঁচে থাকার জন্য আপনার আকাঙ্ক্ষা থাকলেও, আপনার কার্পণ্যদুষ্ট দেহটি অবশ্যই একটা পুরনো পোশাকের মতো জরাগ্রস্ত এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হবে।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- কৃপণস্য জিজীবিষোঃ কথাগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। দুই শ্রেণীর মানুষ আছে।
- একজনকে বলা হয় কৃপণ,
- আর অন্যজনকে বলা হয় ব্রাহ্মণ।

কৃপণ তার জড় দেহটির যথার্থ মূল্যই বোঝে না। কৃপণ তার জড় দেহটির ভ্রান্ত মূল্যবোধ নিয়ে প্রাণপণ শক্তি দিয়ে ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করতে চায়, এবং বৃদ্ধ বয়সেও ডাক্তারী চিকিৎসা বা অন্য কিছুর সাহায্যে যুবক হয়ে থাকতে ইচ্ছা করে।	কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্মণের তাঁর নিজের আত্মসত্তার এবং জড় দেহটির যথার্থ মূল্যবোধ আছে।

১.১৩.২৬– ধীর’ কে?

তাঁকেই ধীর বলা হয় যিনি কোন অজ্ঞাত দূরদেশে চলে যান, এবং সমস্ত দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে, জড় দেহটি যখন অব্যবহার্য হয়ে পড়ে তখন তা ত্যাগ করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – ধীর প্রশান্ত পুরুষ

[3] বালস্য নেহ শরণং পিতরৌ নৃসিংহ
নার্তস্য চাগদম্ উদন্বতি মজ্জতো নৌঃ।
তপ্তস্য তৎ-প্রতিবিধির্য ইহাঞ্জসেষ্টস্
তাবদ্ বিভো তনুভৃতাং ত্বদুপেক্ষিতানাম্ ॥ (ভাঃ ৭.৯.১৯)

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ‘ধীর’ মানে অবিচলিত; যথেষ্ট প্ররোচনা সত্ত্বেও যিনি বিচলিত হন না। স্ত্রী-সন্তানাদির সাথে স্নেহ-ভালবাসার সম্পর্ক থাকার ফলে মানুষ তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় পারিবারিক জীবনধারা ত্যাগ করতে পারে না। সংসার-পরিবারের প্রতি এই ধরনের অহেতুক স্নেহ-মমতার দ্বারা আত্ম উপলব্ধির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়ে থাকে, এবং যদি কেউ ঐ ধরনের সম্পর্ক একেবারেই ভুলে যেতে পারে, তবে তাকে বলা হয় অবিচল, অর্থাৎ ধীর।
- সেবাভাবের অপ্রাকৃত পারমার্থিক অনুভূতি জাগিয়ে তোলার সাহায্যেই পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণপদ্মে আন্তরিক আত্মসমর্পণ সম্ভব হয়।

১.১৩.২৭– নরোত্তম –

যিনি নিজের উদ্যেগে বা অন্যের কাছ থেকে শুনে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন হয়ে ওঠেন এবং এই জড় জগতের অলীক মায়া আর দুঃখ-দুর্দশা উপলব্ধি করেন, এবং তাই গৃহত্যাগ করে পরিপূর্ণভাবে তাঁর হৃদিস্থিত পরম পুরুষ ভগবান শ্রীহরিতে ভরসা রাখেন, সুনিশ্চিতভাবে তিনিই সর্বোত্তম মানবসত্তা।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – “নরোত্তম”

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- তিন শ্রেণীর পরমার্থবাদী আছেন, তাঁরা হলেন,
  - ★ ধীর, অর্থাৎ যিনি পরিবার পরিজনদের সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও বিচলিত নন,
  - ★ হতাশাচ্ছন্ন ভাবাবেগ নিয়ে কোনও সন্ন্যাসী, এবং
  - ★ নরোত্তম – পরমেশ্বর ভগবানের নিষ্ঠাবান ভক্ত, যিনি শ্রবণ ও কীর্তনের মাধ্যমে ভগবদ্-চেতনা জাগিয়ে তোলেন এবং হৃদিস্থিত পরম পুরুষ ভগবানে সম্পূর্ণ ভরসা রেখে গৃহত্যাগ করেন।
- হতাশা থেকে উদ্ভূত বৈরাগ্য – ভাবধারাটি এই যে, জড় জগতে হতাশাচ্ছন্ন জীবনের অনুভূতি অর্জনের পরে, ত্যাগ-বৈরাগ্যের সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করলে সেটা আত্ম-উপলব্ধির পথে অগ্রগতির সোপান হতে পারে।
- ভগবানের ওপরে ভরসা – তবে মুক্তিপথের সার্থক সিদ্ধিলাভ ঘটে থাকে তখনই, যখন মানুষ প্রত্যেকের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মারূপে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ওপরে সম্পূর্ণ ভরসা রাখতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।
- ঐকান্তিকতার অনুপাত – অতএব শুদ্ধ ভক্তের সান্নিধ্যেই ভগবানের দিব্য নাম, গুণ, লীলা, পরিকর, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্বন্ধে শ্রবণ ও কীর্তন করে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করা উচিত, এবং এই অনুশীলন ভক্তের লক্ষ্য লাভের ঐকান্তিকতার অনুপাত অনুসারে তার ভগবৎ-চেতনাকে জাগ্রত করতে সাহায্য করবে।

১.১৩.২৮– নিকটবর্তী কলিকালের আগমন বার্তা –

অতএব আপনি অনুগ্রহ করে আপনার আত্মীয়-স্বজনদের অজ্ঞাতসারে উত্তর দিকে গমন করুন, কারণ শীঘ্র এমন একটি সময় আসছে, যার প্রভাবে মানুষদের সদ্ গুণাবলী নষ্ট হয়ে যাবে।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- কলিযুগের আগমনের পূর্বেই তাঁকে গৃহত্যাগ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, কারণ বিদুরের অমূল্য উপদেশের প্রভাবে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, তা অতি দ্রুত আসন্ন কলিযুগের প্রভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।
- সাধারণ মানুষের পক্ষে নরোত্তম হওয়া, বা সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া সম্ভব নয়। ভগবদ্গীতার (৭.২৮) বলা হয়েছে, যে মানুষ সম্পূর্ণরূপে পাপমুক্ত হয়েছেন, তিনিই কেবল সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হতে পারেন।
- স্তরে স্তরে উন্নতি – বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিয়েছিলেন, তাঁর পক্ষে যদি প্রথমেই সন্ন্যাসী বা নরোত্তম হওয়া সম্ভব না হয়, তা হলে তিনি যেন অন্তত ধীর হন। নিরন্তর পরমার্থ লাভের প্রয়াস করার ফলে মানুষ ধীর স্তর থেকে নরোত্তম স্তরে উন্নীত হতে পারেন।

২৯-৩৭ - ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং বিদুরের গৃহত্যাগ এবং যুধিষ্ঠিরের শোক

১.১৩.২৯– সাধুসঙ্গের প্রভাব - ধৃতরাষ্ট্রের দেহত্যাগ –

এইভাবে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদুর কর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে আজমীঢ় বংশজ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আধ্যাত্মিক জ্ঞান (প্রজ্ঞা) লাভ করে চিত্তের দৃঢ়তার দ্বারা আত্মীয়বর্গের নিবিড় স্নেহপাশ ছিন্ন করে গৃহ থেকে মুক্তিলাভের পথে বহির্গত হলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – “ধৃতরাষ্ট্রের গৃহত্যাগ”

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- সাধুমুখে শ্রবণ – তাই শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অন্য সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র সাধুর সঙ্গ করা উচিত, এবং তার ফলে সাধুর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণ করে জড় জগতের মায়ার বন্ধন ছিন্ন করা যায়।
- মায়াময় জগৎ – প্রকৃতপক্ষে এই জড় জগৎ হচ্ছে একটি মহামায়া, কারণ এখানে সব কিছুই বাস্তব সত্য বলে মনে হলেও পর মুহূর্তেই তা সমুদ্রের বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যায়। আকাশের মেঘকে নিঃসন্দেহে বাস্তব বলে মনে হয়, কারণ তার থেকে বৃষ্টি হয়, এবং সেই বৃষ্টির ফলে কত অস্থায়ী সবুজ গাছপালার জন্ম হয়, কিন্তু চরমে সব কিছুই অন্তর্হিত হয়ে যায় —মেঘ, বৃষ্টি এবং উদ্ভিদ, সবই যথাসময়ে লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু আকাশ থাকে, এবং আকাশের বুকে বিভিন্ন রকমের জ্যোতিষ্কমণ্ডলী চিরকাল বিরাজমান থাকে।
  - তেমনই, পরম সত্য আকাশের মতো চিরকাল বিরাজমান থাকে, কিন্তু অনিত্য মেঘের মতো, মায়া আসে এবং মিলিয়ে যায়। মূর্খ

জীবসত্তারা অনিত্য মেঘের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষেরা বৈচিত্র্যমণ্ডিত নিত্য শাশ্বত আকাশের প্রতি অনুরক্ত থাকে।

১.১৩.৩০– পতিব্রতা গান্ধারীর পতিঅনুগমন –

যুদ্ধে তীব্র আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও প্রশান্তচিত্ত যোদ্ধার মতো সন্ন্যাসদণ্ড অবলম্বনকারী সন্ন্যাসীদের আনন্দদায়ক যে হিমালয় পর্বতমালা, সেই অভিমুখে তাঁর পতিকে গমন করতে দেখে গান্ধাররাজ সুবলের কন্যা পতিব্রতা সাধ্বী গান্ধারী তাঁর অনুগামিনী হলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- সন্ন্যাস আশ্রমের প্রতীক স্বরূপ সন্ন্যাসীরা একটি দণ্ড গ্রহণ করেন।

মায়াবাদী সন্ন্যাসী	বৈষ্ণব সন্ন্যাসী
শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের নেতৃত্বে মায়াবাদী দর্শন অনুসরণ করেন।	বৈষ্ণব দর্শন অনুসরণ করেন।
একদণ্ড গ্রহণ করেন।	তাঁরা ত্রিদণ্ড গ্রহণ করেন
তাঁদের বলা হয় একদণ্ডী স্বামী।	তাঁদের বলা হয় ত্রিদণ্ডী স্বামী।
তাঁরা সাধারণত হিমালয়ের প্রতি আসক্ত	তাঁরা বৃন্দাবন অথবা জগন্নাথপুরীর প্রতি আকৃষ্ট হন।
মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা হচ্ছেন ধীর।	বৈষ্ণব সন্ন্যাসীরা হচ্ছেন নরোত্তম।

- মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে ধীর হতে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, কারণ তাঁর পক্ষে কখনো নরোত্তম হওয়া সম্ভব ছিল না।

১.১৩.৩১– সন্ধ্যাবন্দনাদি শেষে যুধিষ্ঠিরের প্রসাদে প্রবেশ ও তাঁদের অনুপস্থিতির অবগতি –

অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির মহারাজ সন্ধ্যা-বন্দনাদি ক্রিয়া এবং হোমাদি কার্য সমাপন করে তিল, গাভী, ভূমি ও রত্নাদির দ্বারা ব্রাহ্মণদের প্রণতি নিবেদন করে ও গুরুজনদের বন্দনা করার জন্য প্রাসাদে প্রবেশ করে সেখানে পিতৃব্য বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্র এবং সুবল-তনয়া গান্ধারীকে দেখতে পেলেন না।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- গৃহস্থের কর্তব্য হচ্ছে উষাকালে ঘুম থেকে উঠে স্নান করে বন্দনা সহকারে শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করা, যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি নিবেদন করা, ব্রাহ্মণদের শস্য, গাভী, ভূমি, স্বর্ণ ইত্যাদি দান করা, এবং অবশেষে গুরুজনদের যথাযথ শ্রদ্ধা প্রণাম নিবেদন করা।
- আধুনিক যুগের গৃহস্থদের জীবনধারা অন্য রকম, তারা অনেক বেলায় ঘুম থেকে ওঠে এবং তারপর স্নানাদি শৌচক্রিয়া এবং উল্লিখিত ধর্মাচরণগুলি না করেই বিছানায় বসে চা খায়। গৃহস্থ শিশুরাও তাদের পিতামাতার আচরণেরই অনুকরণ করে, এবং তাই সমস্ত সমাজ নরকগামী অধঃপতনের পথে দ্রুত নেমে চলে। যদি তারা সাধু সঙ্গ না করে, তা হলে তাদের কাছ থেকে ভাল কিছু আশা করা যায় না।

১.১৩.৩২ – ধৃতরাষ্ট্রের অবস্থান সম্পর্কে সঞ্জয়ের নিকট যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসা –

উদ্বিগ্নচিত্ত যুধিষ্ঠির সেখানে সঞ্জয়কে সমুপবিষ্ট দেখে জিজ্ঞাসা করলেন - হে সঞ্জয়, আমাদের বৃদ্ধ এবং অন্ধ পিতৃব্য কোথায়?

১.১৩.৩৩ – বিদুর ও গান্ধারীর বিষয়ে প্রশ্ন; যুধিষ্ঠিরের নিজের উপর দোষারোপ –

আমাদের পরম আত্মীয় খুল্লতাত বিদুর এবং হত-পুত্র শোককাতরা মাতা গান্ধারীই বা কোথায় গিয়েছেন ? আমার জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্র এবং পৌত্রদের মৃত্যুতে অত্যন্ত বিরহকাতর। নিঃসন্দেহে আমি অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ। তিনি কি আমার সেই অপরাধে নিদারুণ ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর পত্নীসহ গঙ্গায় আত্মবিসর্জন দিলেন ?

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- এইটিই সজ্জন ভগবদ্ভক্তের প্রকৃতি। কোন ভগবদ্ভক্ত কখনো অন্যের দোষ খোঁজেন না, কেবল নিজের দোষ-ত্রুটিগুলিই খোঁজেন এবং এইভাবে যতদূর সম্ভব নিজেকে সংশোধন করেন।

১.১৩.৩৪– পিতৃহীন শিশুদের প্রতি দুই পিতৃব্যের সুরক্ষার কথা স্মরণ –

যখন আমাদের পিতা পাণ্ডু শয্যাগত হলেন, এবং আমরা সকলে নিতান্ত শিশু, তখন এই দুই পিতৃব্য আমাদের সকল প্রকার দুর্যোগ থেকে রক্ষা করেছিলেন। তাঁরা সকল সময়ে ছিলেন আমাদের মঙ্গলময় শুভাকাঙ্ক্ষী। হায়, তাঁরা এখান থেকে কোথায় গেলেন ?

১.১৩.৩৫– বিরহকাতর সঞ্জয়ের যথাযথ প্রত্যুত্তর প্রদানে অক্ষমতা –

সূত গোস্বামী বললেন - তাঁর প্রভু ধৃতরাষ্ট্রকে না দেখে বিরহকাতর সঞ্জয় দয়া এবং স্নেহজনিত বিকলতা হেতু অত্যন্ত কাতর হওয়ায় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সেই প্রশ্নের যথাযথ প্রত্যুত্তর প্রদান করতে পারলেন না।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- বর্তমান জীবনধারা ত্যাগ করে উন্নততর এক জীবনচর্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত না হলে, বর্তমান জীবন ত্যাগ করে নিছক কৃত্রিম বেশ ধারণ করলে বা গৃহ থেকে বাইরে বসবাস করলেই কেউ সন্ন্যাস আশ্রমে টিকে থাকতে পারে না।[4]

১.১৩.৩৬– বুদ্ধির দ্বারা মনকে সংযত করে সঞ্জয়ের প্রত্যুত্তর প্রদান শুরু –

প্রথমে তিনি ধীরে ধীরে তাঁর বুদ্ধির দ্বারা মনকে সংযত করে, তারপর তাঁর দুই হাত দিয়ে চোখের জল মুছে এবং তাঁর প্রভু ধৃতরাষ্ট্রের চরণযুগল ধ্যান করতে করতে, অজাতশত্রু মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রত্যুত্তর দিতে শুরু করলেন।

১.১৩.৩৭ – তাঁদের অবস্থান ও অভিপ্রায় সম্বন্ধে অজ্ঞাত ও বঞ্চিত সঞ্জয় –

সঞ্জয় বললেন-হে কুরুবংশের বংশধর, আপনার দুই পিতৃব্য এবং গান্ধারীর অভিপ্রায় কিছুই আমি জানি না। হে মহাবাহো, আমি সেই মহাত্মাগণ কর্তৃক বঞ্চিত হয়েছি।

[4] বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ। রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥ (গীতা ২.৫৯)

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- মহাত্মারাও কি প্রবঞ্চনা করেন ? – মহাত্মারা যে প্রবঞ্চনা করতে পারেন, সেকথা শুনতে যেন কেমন আশ্চর্য লাগে, কিন্তু মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মহাত্মারা অন্যদের কখনো প্রবঞ্চনা করে থাকেন।
- উদাহরণ –
  - ★ এক মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শ্রীকৃষ্ণও যুধিষ্ঠিরকে দ্রোণাচার্যের কাছে মিথ্যা কথা বলতে উপদেশ দিয়েছিলেন, এবং সেটা একটা মহৎ উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল।
  - ★ শ্রীসনাতন গোস্বামীও যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে যাচ্ছিলেন, তখন কারাধ্যক্ষকে প্রবঞ্চনা করেছিলেন।
  - ★ রঘুনাথ দাস গোস্বামীও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে যাওয়ার জন্য তাঁদের কুলপুরোহিতকে প্রবঞ্চনা করেছিলেন।
  - ★ শ্রীল প্রভুপাদ – আমরাও শ্রীমদ্ভাগবতের সেবায় যুক্ত হওয়ার জন্য পরিবারের সকলকে প্রতারণা করার সুযোগ নিয়ে গৃহত্যাগ করেছিলাম। এক মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই ধরনের প্রতারণার প্রয়োজন ছিল, এবং এই ধরনের অপ্রাকৃত প্রতারণার ফলে কারোরই ক্ষতি হয় না।
- ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যা করা হয় তা সবই শুভ, কারণ সেই কার্য পরম তত্ত্বের সাথে সম্পর্কবদ্ধ।

৩৮-৫০ – নারদ মুনি কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের শোক ও মোহ ভঙ্গ

১.১৩.৩৮– বীণাহস্তে নারদমুনির আগমন এবং যুধিষ্ঠিরের অভিবাদন –

সঞ্জয় যখন এইভাবে বলছিলেন, তখন বীণা হস্তে মহাভাগবত নারদ সেইখানে আবির্ভূত হলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির তখন তাঁর ভাইদের সঙ্গে নিজ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে নারদ মুনিকে অভিবাদনপূর্বক পূজা করে অভ্যর্থনা জানালেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবান নারদ – ভগবানের বিশেষ অন্তরঙ্গ ভক্ত বলে নারদ মুনিকে এখানে ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়েছে। যাঁরা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তাঁরা ভগবান এবং ভগবানের অন্তরঙ্গ ভক্তদের সমপর্যায়ে বিবেচনা করেন।
- ভগবানের অন্তরঙ্গ ভক্তরা ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, কারণ তাঁদের ক্ষমতা অনুসারে তাঁরা সর্বত্র ভ্রমণ করে ভগবানের মহিমা প্রচার করেন এবং মায়াবদ্ধ উন্মাদ জীবদের ভগবদ্ভক্তে পরিণত করে তাদের মানসিক সুস্থিরতার স্তরে উন্নীত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

১.১৩.৩৯ – দুই পিতৃব্য ও গান্ধারীর অনুপস্থিতি সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরের নারদকে সংজ্ঞাপন –

মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন-হে ভাগবত, আমার দুই পিতৃব্য কোথায় গেছেন তা আমি জানি না, এবং সমস্ত পুত্রহীনা, শোক-কাতরা আমার মাতৃসম তপস্বিনী গান্ধারীকেও আমি দেখতে পাচ্ছি না।

১.১৩.৪০ – শুদ্ধভক্ত-মহাসাগরে কর্ণধার; নারদমুনি বলা শুরু করলেন –

আপনি মহাসাগরে কর্ণধারের মতো আমাদের লক্ষ্যপথ দেখাতে পারেন। এইভাবে যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে মহাভাগবত, দার্শনিক ভক্তশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদ বলতে লাগলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- মুনি-সত্তম – দর্শনতত্ত্বজ্ঞ নানা প্রকার মুনি আছেন, এবং তাঁদের মধ্যে যিনি পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করে তাঁর প্রেমময়ী সেবায় নিজেকে সর্বতোভাবে উৎসর্গ করেছেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই রকম শুদ্ধ ভক্তদের মধ্যে দেবর্ষি নারদ হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তাই এখানে তাঁকে 'মুনি-সত্তম' বলে সম্বোধন করা হয়েছে।
- সদ্গুরুর কাছ থেকে বেদান্ত দর্শন-তত্ত্ব শ্রবণ করার মাধ্যমে তত্ত্বজ্ঞান লাভ না করলে মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত হওয়া যায় না। অবিচলিত-শ্রদ্ধা, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য না থাকলে কেউ শুদ্ধ ভক্ত হতে পারে না।

১.১৩.৪১ – প্রত্যেক জীবই ভগবানের অধীন এবং তাঁর দ্বারাই তাদের মিলন ও বিয়োগ হয়, শোক করা অনুচিত –

শ্রীনারদ মুনি বললেন-হে ধার্মিক রাজন্, কারও জন্য শোক করো না, কারণ প্রত্যেকেই পরমেশ্বর ভগবানের অধীন। তাই সমস্ত জীব এবং তাদের পালকবর্গ প্রার্থনা করে থাকেন যেন নির্বিঘ্নে থাকতে পারেন। ভগবানই তাদের মিলিত করেন এবং বিচ্ছিন্নও করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "পরমেশ্বরের ইচ্ছা"

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবানের নিয়ন্ত্রাধীন হওয়াই জীবের স্বরূপ।
- সাধারণত কেউই পরিকল্পনার মাধ্যমে নিজের সুখ-দুঃখের গতি পরিমাণ বদলাতে পারে না। মহাকালের সুনিপুণ ব্যবস্থাক্রমে সেগুলি যেভাবে আসে, সেইভাবেই তা প্রত্যেককেই মেনে নিতে হয়। সেগুলিকে প্রতিহত করার চেষ্টা নিরর্থক। তাই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করাই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা, এবং সেই সুযোগ কেবল উন্নত বুদ্ধিমত্তা এবং চেতনা সমন্বিত মানুষকেই দেওয়া হয়েছে।

[সূত্র- ৪১ নং শ্লোকের সমর্থনে দুটি উপমার অবতারনা]

🕮 ১.১৩.৪২ – উপমা -১ : নাসিকায় রজ্জুর দ্বারা আবদ্ধ গাভীর ন্যায় মানুষেরা অনুশাসনাদির দ্বারা আবদ্ধ –

গাভী যেমন নাসিকায় রজ্জুর দ্বারা আবদ্ধ হয়ে থাকে, তেমনি মানুষেরাও বিভিন্ন অনুশাসনাদির দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ পালন করতে বাধ্য হয়।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ধর্মের মূলনীতি সর্বত্র এক এবং অভিন্ন – ভগবানের এই আইনকেই বলে ধর্ম, তবে বিভিন্ন অবস্থায় এই ধর্মীয় অনুশাসনের কিছু তারতম্য হতে পারে, কিন্তু সর্বত্রই ধর্মের মূলনীতি এক এবং অভিন্ন, এবং তা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ মেনে চলা। সেইটিই জড় অস্তিত্বের শর্ত।

🕮 ১.১৩.৪৩ – উপমা - ২ : ভগবান- খেলোয়াড়; মানুষ খেলার সরঞ্জাম-

কোনও খেলোয়াড় যেমন তার নিজের ইচ্ছামতো তার খেলার জিনিসপত্র সাজায় আর ছত্রাকার করে ফেলে, তেমনই ভগবানের পরম ইচ্ছায় মানুষের মিলন ও বিচ্ছেদ ঘটে থাকে।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- এখানে উল্লিখিত খেলোয়াড় আর তার খেলার সামগ্রীর দৃষ্টান্তটি ভুল বোঝা উচিত নয়। কেউ যুক্তি দিয়ে দেখাতে পারে যে, আমাদের নিজেদের কর্মের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তার কর্মফল অর্পণ করতে যখন পরমেশ্বর বদ্ধপরিকর, তখন খেলোয়াড়ের উপমা প্রযোজ্য হতে পারে না। কিন্তু সেই যুক্তি ঠিক নয়। আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছাই চরম, এবং তিনি কোনও আইনের দ্বারা আবদ্ধ নন।
- সাধারণত সকলকেই তাঁর কর্মের ফল ভোগ করতে হয়, কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, ভগবানের ইচ্ছায়, কর্মফলের পরিবর্তনও সাধিত হয়। তবে তা কেবল পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবেই সাধিত হতে পারে, অন্য আর কোন উপায়ে নয়।

🕮 ১.১৩.৪৪ –জীব নিত্য বা অনিত্য উভয় বিচারেই শোক নিষ্প্রয়োজন; শোকের একমাত্র কারণ মোহজনিত স্নেহ–

হে রাজন্, যদিও মানুষকে জীব রূপে নিত্য ও দেহরূপে অনিত্য, অথবা অনির্বচনীয় হেতু নিত্য ও অনিত্য উভয় রূপেই আপনি মনে করেন, তবে যে কোন অবস্থা থেকে বিচার করলে তারা আপনার শোকের পাত্র নয়। মোহজনিত স্নেহ ব্যতীত শোকের আর অন্য কোন কারণ নেই।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – মোহজনিত স্নেহ”

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- যাদের প্রকৃত জ্ঞান নেই, তারা জীবের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে নানা রকম মনগড়া সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করে। তবে প্রতিটি দার্শনিক মতবাদই স্বীকার করে যে, জীব নিদ্রা এবং পঞ্চভূতাত্মক তার জড় দেহটি অনিত্য।

🕮 ১.১৩.৪৫ – আত্মস্বরূপে অজ্ঞানতাই উৎকণ্ঠার কারন –

অতএব আত্মস্বরূপে অজ্ঞানতাজনিত আপনার এই উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ করুন। আপনি এখন ভাবছেন, যারা অনাথ অসহায়, সেই সব জীবেরা আপনাকে ছাড়া কিভাবে প্রাণ ধারণ করবে।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- প্রতিটি জীব এই জগতে তার আয়ু অনুসারে, পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক সর্বতোভাবে সুরক্ষিত হয়ে থাকে। ভগবানের একটি নাম ভূত ভৃৎ, অর্থাৎ যিনি সমস্ত জীবকে রক্ষা করেন।

🕮 ১.১৩.৪৬ – সর্পগ্রস্ত (কাল, কর্ম, গুনের বশবর্তী) পাঞ্চভৌতিক শরীর কিভাবে অন্যদের রক্ষা করবে?

এই পাঞ্চভৌতিক শরীরটি কাল, কর্ম, ও গুণের বশবর্তী। তার ফলে সর্পগ্রস্ত হয়ে থাকার মতো সেই শরীর কিভাবে অন্যদের রক্ষা করবে?

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- একটিমাত্র কাজই কেবল এক্ষেত্রে করা সম্ভব, তা হল, যে-মহাকালকে কালসর্প অর্থাৎ গোখরো সাপের সাথে তুলনা করা হয়, যার দংশনে সর্বদাই নিশ্চিত মৃত্যু হয়, তার কবল থেকে মুক্ত থাকা। গোখরো সাপের দংশন থেকে কাউকেই বাঁচানো যায় না। গোখরো সাপের মতো সেই মহাকালের কবল থেকে, অর্থাৎ তার সম্যক্ অভিব্যক্তি যে প্রকৃতির গুণবৈশিষ্টাদি, তার কবল থেকে মুক্ত হওয়ার সর্বোত্তম উপায় হল ভগবদ্গীতার (১৪/২৬) অনুসারে ভক্তিযোগের চর্চা করা।

🕮 ১.১৩.৪৭ – এক জীব অন্য জীবের খাদ্য –

হস্তরহিত প্রাণীরা হস্তযুক্ত প্রাণীদের শিকার, পদরহিত যারা, তারা চতুষ্পদ প্রাণীদের শিকার। দুর্বল জীবেরা বলবান জীবেদের জীবন ধারণের ভরসা, এবং এক জীব অন্য জীবের খাদ্য-এটাই সাধারণ রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – এক জীব অন্য জীবের খাদ্য

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- যে সমস্ত জীব পরম সত্তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই জড় জগতে এসেছে, তারা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিভূ মায়াশক্তি নামে এক পরম শক্তির অধীন হয়ে থাকে, এবং এই দৈবী মায়ার কাজ হচ্ছে ত্রিতাপ দুঃখ দান করে জীবেদের নির্যাতন করা যার একটি ক্রিয়া এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে—দুর্বল জীবেরা বলবান জীবেদের জীবন ধারণের ভরসা।
- শাস্ত্রাদির অনুশাসনগুলি মাংসহারীদের পশু-মাংস আহারে অনুপ্রাণিত করার জন্য নয়, পক্ষান্তরে সুসংবদ্ধ নিয়মের মাধ্যমে তাদের এই প্রবৃত্তি দমন করার জন্যই সেগুলি নির্দেশিত হয়েছে।

🕮 ১.১৩.৪৮ – সেই এক ও অদ্বিতীয় ভগবানে অবলোকন করুন –

অতএব হে রাজন্, আপনি কেবলমাত্র সেই পরমেশ্বর ভগবানকেই অবলোকন করুন-যিনি এক এবং অদ্বিতীয়, যিনি বিভিন্ন শক্তির মাধ্যমে নিজেকে প্রকটিত করেন,এবং যিনি অন্তরে ও বাইরে দু'ভাবেই প্রকাশিত হন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- অন্তরে ও বাইরে ভগবানের করুণা নিরন্তর প্রবাহিত হচ্ছে, যার প্রভাবে বদ্ধ জীবেরা তাদের অধঃপতিত অবস্থার সংশোধন করতে পারে। অন্তরে পরমাত্মা রূপে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি ঐকান্তিকভাবে যারা নিজেদের সংশোধন করতে আগ্রহী, সেই সকল জীবেদের সংশোধন করেন, এবং বাইরে সদ্‌গুরুর এবং দিব্য শাস্ত্রাদিরূপে প্রকাশিত হয়ে তিনি তাদের সংশোধন করেন।[5]

১.১৩.৪৯ – শ্রীকৃষ্ণই সেই পরম পুরুষোত্তম ভগবান –

হে মহারাজ, সেই ভূতভাবন পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভগবদ্‌-বিদ্বেষীদের বিনাশ করার জন্য সর্বগ্রাসী কালরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের উদ্দেশ্য"

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- মানুষ দুই প্রকার, ঈর্ষাপরায়ণ এবং অনুগত। ভগবান যেহেতু সমস্ত জীবের পিতা, তাই ঈর্ষাপরায়ণ জীবেরাও তাঁর সন্তান, কিন্তু তারা অসুর নামে পরিচিত।

১.১৩.৫০ – এই পৃথিবীতে ভগবানের অবস্থান কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করুন –

পরমেশ্বর ভগবান দেবতাদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই তাঁর কর্তব্যকর্ম সম্পন্ন করেছেন, এবং এখন তিনি অবশিষ্ট কার্যের প্রতীক্ষা করছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবান এই পৃথিবীতে আছেন, সেই পর্যন্ত আপনারা পাণ্ডবেরা অপেক্ষা করে থাকতে পারেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- বিদুরের মতো, নারদ মুনিও আসন্ন যদুবংশ ধ্বংসের কথা প্রকাশ করেননি, কিন্তু পরোক্ষভাবে মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং তাঁর ভায়েদের কাছে ইঙ্গিত করেছিলেন, যাতে সেই ঘটনা সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত এবং ভগবানের অপ্রকট লীলা-বিলাস পর্যন্ত তাঁরা যেন অপেক্ষা করেন।

৫১-৬০ - ধৃতরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কার্যাবলী

১.১৩.৫১ – ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর ও গান্ধারীর হিমালয়ের দক্ষিন দিকে গমন –

হে রাজন্‌, আপনার পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র, তাঁর ভ্রাতা বিদুর এবং তাঁর পত্নী গান্ধারী সহ হিমালয়ের দক্ষিণ দিকে গিয়েছেন, যেখানে ঋষিদের আশ্রম আছে।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- শোকগ্রস্থ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য নারদ মুনি প্রথমে তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন, এবং তারপর তিনি তাঁর পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ গতিবিধি বর্ণনা করতে শুরু করেন, যা তিনি তাঁর দিব্য দৃষ্টিতে দর্শন করতে পেরেছিলেন এবং সেই অনুসারে তিনি নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করতে শুরু করেন।

১.১৩.৫২ – "সপ্তস্রোত তীর্থ" –

সেই স্থানে পবিত্র গঙ্গানদী সপ্তঋষির প্রীতি সম্পাদনের জন্য নিজেকে সপ্তধারায় বিভক্ত করেছেন, সেই জন্য এই স্থানকে লোকে সপ্তস্রোত তীর্থ বলে।

১.১৩.৫৩ – সপ্তশ্রোত নদীতীরে ধৃতরাষ্ট্রের অষ্টাঙ্গযোগ অনুশীলন শুরু –

সেই সপ্তস্রোতা নদীর তীরে, ধৃতরাষ্ট্র প্রতিদিন সকাল, দুপুর এবং সন্ধ্যায় স্নান করে, অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সম্পাদনপূর্বক কেবলমাত্র জলপান করে অষ্টাঙ্গ-যোগ অনুশীলন শুরু করেছেন। এই অনুশীলন মন এবং ইন্দ্রিয় সংযমে সহায়ক এবং মানুষকে পুত্র-কলত্রের আসক্তি থেকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত করে।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- মন এবং ইন্দ্রিয়-সমূহকে বিষয়াসক্তি থেকে মুক্ত করে অধ্যাত্ম চেতনায় নিযুক্ত করার মাধ্যমে সংযত করার গতনুগতিক পন্থা হল যোগ প্রক্রিয়া।
- কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যোগ পদ্ধতি হচ্ছে জীবন সংগ্রামে আহরিত হয়েছে যে সমস্ত বিষয়-বাসনা, সেগুলি থেকে মুক্ত হওয়ার পন্থা।
- কোন কিছু আহার না করে কেবল জলপান করে থাকলে তাকেও উপবাস বলে বিবেচনা করা হয়। পারমার্থিক প্রগতির পথে এই ধরনের উপবাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।
- মূর্খ মানুষ কোন রকম বিধি-নিয়মাদি অনুশীলন না করেই যোগী হতে চায়। যে মানুষ তার জিহ্বাকে দমন করতে পারে না, সে কখনই যোগী হতে পারে না। যোগী এবং ভোগী সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থবোধক শব্দ।

১.১৩.৫৪ – যৌগিক আসন এবং শ্বাস প্রক্রিয়াদির ফল

যিনি যৌগিক আসনের পদ্ধতি এবং শ্বাস-প্রক্রিয়াদি আয়ত্ত করেছেন, তিনি জড় বিষয় থেকে ছয় ইন্দ্রিয় প্রত্যাহার করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির ভাবনায় মগ্ন হতে পারেন এবং সেইভাবে জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজো এবং তমোগুণজনিত কলুষ থেকে মুক্ত থাকতে পারেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- জড়া প্রকৃতির সর্বোচ্চ গুণ যে সত্ত্বগুণ, তাও জড় বন্ধনের কারণ, সুতরাং রজো এবং তমোগুণের কথা বলে আর কী হবে!
- ভক্তিযোগের পন্থায়, তাই সরাসরিভাবে ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত করা হয়। তার ফলে যোগাভ্যাসকারী আর জড়জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত হন না।
- ইন্দ্রিয়গুলিকে জড় বিষয় থেকে সংবরণ করে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত করার এই পদ্ধতিকে বলা হয় প্রত্যাহার এবং এই পন্থাকেই বলা হয় প্রাণায়াম, যা চরমে সমাধি বা সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টায় পর্যবসিত হয়।

---

[5] নৈবোপযন্ত্য্‌ অপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যো হন্তর্বহিস্তনু-ভৃতামশুভং বিধুন্বন্‌
আচার্যচৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥ (ভাঃ ১১.২৯.৬)

🕮 ১.১৩.৫৫ – ধৃতরাষ্ট্রের করণীয় লক্ষ্য –

ধৃতরাষ্ট্রকে আত্মজ্ঞান-স্বরূপ বুদ্ধির সাথে আপন শুদ্ধ পরিচয়ের সংযোগ সাধন করতে হবে এবং তারপরে পরম ব্রহ্মের সাথে এক জীবসত্তারূপে তাঁর গুণগত একাত্মতার জ্ঞান অর্জন করে পরম সত্তার মাঝে সাযুজ্য লাভ করতে হবে। জড়জাগতিক আবদ্ধ আকাশ থেকে মুক্ত হয়ে, তাঁকে চিদাকাশে উন্নীত হতে হবে।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- তাকে উপলব্ধি করতে হয় যে, সে গুণগতভাবে পরমাত্মা থেকে অভিন্ন, এবং এইভাবে তার বিশুদ্ধ আত্ম পরিচয়গত বুদ্ধির দ্বারা সে জড় জগতের স্তর অতিক্রম করে এবং পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়।

🕮 ১.১৩.৫৬ – ধৃতরাষ্ট্রের করণীয় লক্ষ্য –

ইন্দ্রিয়ের সমস্ত কার্যকলাপ বাইরে থেকেও সংযত করে এবং ভোক্তার বুদ্ধিতে বাহ্য বিষয় আহরণ রূপ জড়া প্রকৃতির গুণবৈশিষ্ট্যাদির দ্বারা প্রভাবিত সর্ব প্রকার ক্রিয়া থেকে নিবৃত্ত হয়ে স্থানুর মতো নিশ্চলভাবে তাঁকে অবস্থান করতে হবে। সব রকম জড়জাগতিক কর্তব্য পরিত্যাগ করবার পরে, সেই পথের সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করে, তাঁকে অবিচল হয়ে অধিষ্ঠিত হতে হবে।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- যুধিষ্ঠির মহারাজকে নারদ মুনি উপদেশ দিয়েছিলেন তিনি যেন তাঁর পিতৃব্যকে গৃহে আনার চেষ্টা করে তাঁর পিতৃব্যের পারমার্থিক প্রগতির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি না করেন। তিনি এখন সব রকম জড় আসক্তির অতীত।
- ভক্তি – জড়া প্রকৃতির গুণগুলিকে সর্বতোভাবে নিরুদ্ধ করার পরে, মানুষ চিন্ময় মণ্ডলে প্রবেশাধিকার পায়, এবং চিন্ময় গুণাবলীর দ্বারা নির্দেশিত কার্যকলাপকে বলা হয় ভক্তি। তাই ভক্তি হচ্ছে পরম তত্ত্বের সাথে প্রত্যেক্ষ সংস্পর্শের মাধ্যমে অর্জিত নির্গুণ ক্রিয়া।

🕮 ১.১৩.৫৭ – তাঁর দেহত্যাগের ভবিষ্যবাণী –

হে রাজন্, আজ থেকে খুব সম্ভবত পঞ্চম দিনে তিনি দেহত্যাগ করবেন, এবং তাঁর সেই দেহ ভস্মে পরিণত হবে।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- নারদমুনির ভবিষ্যদ্বাণী যুধিষ্ঠির মহারাজকে, তাঁর পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র যেখানে ছিলেন, সেখানে যাওয়া থেকে নিরস্ত করেছিলে, কারণ যোগবলে স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করার পরেও ধৃতরাষ্ট্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কোন প্রয়োজন হবে না।

🕮 ১.১৩.৫৮ – পতিব্রতা গান্ধারীরও সেই অগ্নিতে প্রবেশ –

বাইরে থেকে পর্ণকুটিরসহ তাঁর পতির দেহ যোগাগ্নিতে দগ্ধ হতে দেখে পতিব্রতা পত্নী গান্ধারীও সেই অগ্নিতে প্রবেশ করে একাগ্রচিত্তে তাঁর পতির অনুবর্তিনী হবেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- সতীপ্রথা – পতিব্রতা সাধ্বী রমণীর এইভাবে মৃত পতির চিতাগ্নিতে প্রবেশ করাকে বলা হয় সতীপ্রথা, এবং কোন রমণীর পক্ষে এটি অতীব গৌরবময় কার্য বলে বিবেচনা করা হয়। পরবর্তীকালে এই সতীপ্রথা এক জঘন্য অপরাধমূলক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কারণ অনিচ্ছুক রমণীকেও জোর করে এই পবিত্র অনুষ্ঠান পালনে বাধ্য করা হত।
- এই প্রথাটি যখন একটি গতানুগতিক সংস্কারে পরিণত হল এবং এই প্রথা অনুসরণে কোনও মহিলার ওপরে বল প্রয়োগ করা হত, বাস্তবিকই এটা তখন দণ্ডনীয় অপরাধে পরিণত হল, এবং তাই রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে এই প্রথা বন্ধ করা হয়।

🕮 ১.১৩.৫৯ –তখন বিদুরের তীর্থসেবার্থে যাত্রা –

হে কুরুনন্দন, তখন বিদুরও সেই আশ্চর্য ঘটনা দর্শন করে হর্ষ এবং বিষাদে অভিভূত হয়ে তীর্থসেবার জন্য সেই পুণ্য পবিত্র তীর্থস্থান পরিত্যাগ করবেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- সিদ্ধ যোগীর মতো তাঁর ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের অনির্বচনীয় দেহত্যাগ দেখে বিদুরের আনন্দিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর ভ্রাতাকে শুদ্ধ ভক্তে পরিণত করতে না পারায় তিনি দুঃখ পেয়েছিলেন।
- বিদুরের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি কারণ ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন ভগবদ্ভক্ত পাণ্ডবদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ, ভগবানের চরণে অপরাধের থেকেও অধিক ভয়ঙ্কর।
- ধৃতরাষ্ট্র কেবল মুক্তি লাভ করেছিলেন, ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে পারেননি, যা বহু জন্মের মুক্তির পর লাভ করা যায়।

🕮 ১.১৩.৬০ – নারদমুনির স্বর্গারোহন এবং যুধিষ্ঠিরের শোক পরিত্যাগ –

এই বলে দেবর্ষি নারদ তাঁর বীণা হস্তে স্বর্গে আরোহণ করলেন, এবং যুধিষ্ঠির মহারাজও নারদের বাণী হৃদয়ে ধারণ করে শোক পরিত্যাগ করলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- দাসী পুত্ররূপে তাঁর পূর্ব জীবনের কথা আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে তিনি নিত্য মহাকাশচারীর মর্যাদায় উন্নীত হয়েছিলেন এবং সর্বত্র বিচরণের স্বাধীনতা তাঁর ছিল। তাই যৌগিক প্রক্রিয়ায় অন্যান্য গ্রহে যাওয়ার অর্থহীন প্রচেষ্টা না করে, নারদ মুনির পদাঙ্ক অনুসরণের চেষ্টা করা সকলেরই কর্তব্য।
- মহারাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন অতি পুণ্যবান নৃপতি, এবং তাই তিনি প্রায়ই নারদ মুনির দর্শন পেতেন। যাঁরা নারদ মুনিকে দর্শন করতে চান, তাঁদের সর্ব প্রথমে পুণ্যবান হতে হবে এবং নারদ মুনির পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে।